

সূরা ১০৯ : কাফিরুন, মাক্কীة ۱۰۹ - سورة الكافرون 'مَكِّيَّة'
(আয়াত ৬, রুকু ১) (آيَاتُهَا : ٦ 'رُكُوعَاتُهَا : ١)

নাফল সালাতে সূরা কাফিরুন পাঠ করা প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফের পর দুই রাক'আত সালাতে এই সূরা এবং قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ সূরা পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৮৮৮) সহীহ মুসলিমেই আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাতেও এ সূরা দু'টি পাঠ করতেন। (মুসলিম ১/৫০২)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের পূর্বের দুই রাক'আতে এবং মাগরিবের পরের দুই রাক'আতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এবং قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ সূরা দু'টি দশ কিংবা বিশেরও অধিক বিভিন্ন সময়ে পাঠ করতেন। (আহমাদ ২/২৪, ৫৮)

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আমি ফাজর এবং মাগরিবের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এবং قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ সূরা দু'টি চব্বিশ অথবা পঁচিশ বিভিন্ন দিনে পড়তে দেখেছি। (আহমাদ ২/৯৯)

মুসনাদ আহমাদেরই অন্য এক রিওয়াযাতে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক মাস ধরে ফাজরের পূর্বের দুই রাক'আত সালাতে এবং মাগরিবের পরের দুই রাক'আত সালাতে قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ সূরা দু'টি পাঠ করতে দেখেছেন। (আহমাদ ২/৯৪, তিরমিযী ২/৪৭০, ইব্ন মাজাহ ১/৩৬৩, নাসাঈ ২/১৭০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

এই সূরাটি যে কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমতুল্য এ বর্ণনাটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। اِذَا زُلْزِلَتْ সূরাটিও একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) বল : হে কাফিরেরা!	۱. قُلْ يَتَّيِّبُهَا الْكَافِرُونَ
(২) আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর,	۲. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
(৩) এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি,	۳. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
(৪) এবং আমি ইবাদাতকারী নই তার যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ,	۴. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
(৫) এবং তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও যাঁর ইবাদাত আমি করি।	۵. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
(৬) তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল।	۶. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.

শির্ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার প্রসঙ্গ

এই মুবারাক সূরায় আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের আমলের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে মাক্কার কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হলেও পৃথিবীর সমস্ত কাফিরকে এই সম্বোধনের আওতায় আনা হয়েছে। এই সূরার শানে নুযূল এই যে, কাফিরেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলল : ‘এক বছর আপনি আমাদের মা’বুদ মূর্তিগুলোর ইবাদাত করুন, পরবর্তী বছর আমরাও এক আল্লাহর ইবাদাত করব।’ তাদের এই প্রস্তাবের জবাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা এ সূরা নাযিল করেন।

আল্লাহ তা’আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন : **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.** তুমি বলে দাও, হে কাফিরেরা! না আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করি, না তোমরা আমার মা’বুদের ইবাদাত কর। আর না আমি তোমাদের উপাস্যদেরকে উপাসনা করব, না তোমরা আমার মা’বুদের ইবাদাত করবে। অর্থাৎ আমি শুধু আমার মা’বুদের পছন্দনীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁরই ইবাদাত করব, তোমাদের ইবাদাতের পদ্ধতি তো তোমরা নতুনভাবে উদ্ভাবন করে নিয়েছ। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ

তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে। (সূরা নাজ্ম, ৫৩ : ২৩) অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সংস্পর্শ হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে নিয়েছেন এবং তাদের উপাসনা পদ্ধতি ও উপাস্যদের প্রতি সর্বাত্মক অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, প্রত্যেক ইবাদাতকারীরই মা’বুদ বা উপাস্য থাকবে এবং উপাসনার পদ্ধতি থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উম্মাত শুধু আল্লাহ তা’আলারই ইবাদাত করেন। নাবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীরা তাঁরই শিক্ষা অনুযায়ী ইবাদাত করে থাকে। এ কারণেই ঈমানের মূলমন্ত্র হল : **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ** (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল।’ এর অর্থ হল, সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু নেই, যার ইবাদাত করা যেতে পারে। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে একমাত্র পথ বাতলে দেয়া হয়েছে এ ছাড়া তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই। পক্ষান্তরে কাফির মুশরিকদের উপাস্য বা মা’বুদ আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন, তাদের

উপাসনার পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের। আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতির সাথে তাদের কোনই মিল নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন কাফিরদেরকে জানিয়ে দেন : তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيغُونَ مِمَّا أَعْمَلُ
وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

(হ নাবী) আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও : আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (সূরা ইবরাহীম, ১০ : ৪১) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা আরো বলেন :

لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ

আমাদের কাজ আমাদের এবং তোমাদের কাজ তোমাদের। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৫, ২৮ : ৫৫) অর্থাৎ আমাদের কর্মের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমাদের কর্মের জন্য আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা।

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে লিখা হয়েছে : তোমাদের জন্য তোমাদের দীন অর্থাৎ কুফর, আর আমার জন্য আমার দীন অর্থাৎ ইসলাম। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৪)

সূরা কাফিরুন এর তাফসীর সমাপ্ত।